AME(ICT RTHD)
27/08/2019

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৩৮৮ তারিখঃ ১১ ভাদ্র ১৪২৬ / ২৬ আগস্ট ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ২১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০২/০৯/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

26/08/2019
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা-১২১২
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

D:\Coordination Metting\Forwading.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

জুলাই ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ২১ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ৯.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
২৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>২৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">জুন'১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">জুলাই'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০৫</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০৩</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৩</td><td>০০</td><td>২৩</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৩</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৮</td><td>০০</td><td>১৮</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০</td><td>১৮</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৭</td><td>০২</td><td>৪৯</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৪৯</td><td></td></tr>
</table>
ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ৫টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ'র চলমান ২৩টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৮টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার জুলাই ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">জুন ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ৩১টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ৩১টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ২৫টি এবং বিআরটিএ-তে ০৬টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২৩৯</td><td>১১</td><td>৩২৫০</td><td>১০</td><td>১০</td><td>০০</td><td>৩২৪০</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৫৭</td><td>০৪</td><td>২৬১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৬১</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৬</td><td>০৪</td><td>৯০</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০০</td><td>৮৯</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৫৮৩</td><td>১৯</td><td>৩৬০২</td><td>১১</td><td>১১</td><td>০০</td><td>৩৫৯১</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>যুগ্মসচিব (আইন) জানান-
(ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে।</td><td>(ক) (১) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(ক) (২) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৫৬টি কনটেম্পট মামলা ছিল। জুলাই ২০১৯ মাসে নতুন কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় এবং ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৫৫টি। ৫৫টি কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ১৫টি। জুন ২০১৯ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি। তন্মধ্যে সওজের ১০টি, বিআরটিএ'র ০৫টি। ২য় ও ৩য় শ্রেণির মামলা ছিল ১০টি। জুন ২০১৯ মাসে কোনো মামলা নিষ্পত্তি বা রুজু না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১০টি। তন্মধ্যে সওজের ০৪টি ও বিআরটিএ'র ০৬টি মামলা রয়েছে।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সওজ অধিদপ্তরে জুলাই ২০১৯ মাসে ১০টি মামলা নিষ্পত্তি এবং ১১টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৪০টি। সওজ অধিদপ্তরের আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলাগুলো কোন্ পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণপূর্বক সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার প্রতিদিনের Cause list সংগ্রহ করা হচ্ছে।	মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৫৭টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জুলাই ২০১৯ মাসে ৪টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৬১টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ আরো জানান, মিশুক প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত ১টি কনটেম্পট মামলা রয়েছে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বিআরটিএ হতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী কনটেম্পট মামলার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলো ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জুলাই ২০১৯ মাসে ০৪টি মামলা রুজু এবং ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৮৯টি। মামলার নিষ্পত্তির কার্যক্রম জোরদার এবং সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করার জন্য নির্দিষ্ট কাউকে দায়িত্ব প্রদানের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম জোরদার এবং সার্টিফিকেট মামলার বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করার জন্য নির্দিষ্ট কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান ১২ জন জনবল নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলা রয়েছে। আদালতের রায় প্রতিপালনের জন্য ডিটিসিএ-তে শূন্য পদের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৪ জনের নিয়মিতকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮ জনের ডিটিসিএ-তে নিয়মিতকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে আউট সোর্সিং এর শর্ত প্রত্যাহার এবং ২৮/০৭/২০১৯ তারিখে উক্ত পদের বেতন স্কেল নির্ধারণের শর্ত সাপেক্ষে অর্থ বিভাগ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।	সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করে কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৬৬	১,০৭৭	৫,৬৭৯	৬১০	১ (অঃ)	৭৩৬৭	০৩ (সাঃ) ২৭ (অঃ)	৭,৩৩৭
বিআরটিসি	৩,৬৫৬	২,৪৬৩	১,১০২	৯১	-	৩,৬৫৬	৩৪৮ (সাঃ) ১৪৪ (অঃ)	৩,১৬৪
বিআরটিএ	২৭৭	৪৩	২৩৪	-	-	২৭৭	-	২৭৭
ডিটিসিএ	২১	০৭	১৩	০১		২১	-	২১
ডিএমটিসিএল	১৬	০৬	১০	-	-	১৬	০২ (সাঃ)	১৪
মোট	১১,৩৪৩	৩,৬০১	৭,০৩৯	৭০৩	১	১১৩৪৪	৫২৪	১০,৮২০

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (অডিট) জানান যে, জুন ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৩৪৩। জুলাই ২০১৯ মাসে ৫২৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং ১টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০,৮২০টি।		
	(ক) যুগ্মসচিব (অডিট ও বাজেট) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ১টি এবং খসড়া ১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অগ্রগতি Followup করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, বিবেচ্য মাসে সওজ অধিদপ্তরের ১টি দ্বি-পক্ষীয় ও ৩টি ত্রি-পক্ষীয় এবং বিআরটিসির ১টি দ্বি-পক্ষীয় ও ১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত এবং দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি খসড়া ও ১টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)
		(ক) (২) জোনভিত্তিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার অগ্রগতি Followup অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/
		(ক) (৩) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিতভাবে আহবান করতে হবে।	
	(খ) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৫৫টি ইউনিট কার্যালয় নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এতে মোট ১৪৮টি আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম ৭৮টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ রয়েছে। অগ্রিম অনুচ্ছেদসমূহের ব্রডশীট জবাব জরুরীভিত্তিতে প্রধান প্রকৌশলীর মাধ্যমে এ বিভাগে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে উপসচিব (অডিট) জানান, ব্রডশীট জবাব দ্রুত প্রেরণের সুবিধার্থে সকল অনুচ্ছেদের Audit Inspection Report (AIR) অডিট ব্যবস্থাপনা সফট ওয়্যারে আপলোড করা হয়েছে। ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। পুনরায় এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের টেলিফোনে অবহিত করা হবে।	(খ) (১) সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
		(খ) (২) মাঠ পর্যায়ে হতে যথাসময়ে জবাব প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	
	(গ) যুগ্মসচিব (বাজেট) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাবের ওপর বাজেট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবের ওপর ২৫/০৭/২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে।	(গ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঘ) ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ভ্যাট আইটি কর্তন না করার বিষয়ে সভাপতি অবহিত করেন যে সকল সড়ক বিভাগ/প্রকল্পের অনুকূলে অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ঐ সকল জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ভ্যাট আইটি কর্তন সংক্রান্ত প্রমাণক সংগ্রহ করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে সরবরাহ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সাথে সরাসরি অথবা পত্র যোগাযোগ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ঘ) (১) ভ্যাট আইটি কর্তনের বিষয়ে যে সকল সড়ক বিভাগ/প্রকল্পের অনুকূলে অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ঐ সকল জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে ভ্যাট আইটি কর্তন সংক্রান্ত প্রমাণক সংগ্রহ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
		(ঘ) (২) এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সাথে সরাসরি অথবা পত্র যোগাযোগের জন্য প্রধান প্রকৌশলী উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	
	(ঙ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, বিআরটিএ'র বিভিন্ন কার্যালয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির বিষয়ে ইতোমধ্যে ৪টি ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হয়েছে।	(ঙ) বিআরটিএ'র ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(চ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪৯২টি আপত্তি কমে যাওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ৩১৬৪টি।	(চ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ছ) উপসিচব (অডিট) জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি reconciliation করার জন্য সওজ অধিদপ্তরকে পুনরায় তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের খাগড়াছড়ি সড়ক বিভাগ ও চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগের অডিট আপত্তি reconciliation করা হয়েছে।	(ছ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি reconciliation করার কাজ	প্রধা প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(জ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল এর জুলাই ২০১৯ মাসে ২টি সাধারণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত আছে।	অব্যাহত রাখতে হবে। (জ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
৫.	**পেনশন কেইস:** সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা | বিগত মাস হতে আগত | বিবেচ্যমাসে আগত | মোট | বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি | অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন | মন্তব্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ০৪ | - | ০৪ | - | ০৪ | দীর্ঘ পেন্ডিং সওজ অধিদপ্তর | ১৯ | ০২ | ২১ | ৩ | ১৮ | বিআরটিসি | ১৪২ | ১৮ | ১৬০ | ৫ | ১৫৫ | গ্র্যাচুইটি বিআরটিএ | - | - | - | - | - | ডিটিসিএ | - | - | - | - | - | মোট | ১৬৫ | ২০ | ১৮৫ | ৮ | **১৭৭** |		
	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপন পর্যায়ে রয়েছে। পিএ কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)-কে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। অর্থ বিভাগ হতে বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে।	(১) প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. মহাসড়ক আইন, ২০১৯:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, প্রস্তুতকৃত মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর খসড়ায় বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক ভাষার যথার্থতা প্রমিতীকরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের জন্য ২১/০৭/২০১৯ তারিখ সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত গঠিত কমিটি সর্বশেষ ০৪/০৮/২০১৯ এবং ০৫/০৮/২০১৯ তারিখে দু'টি সভা করেছেন। আরও ৪/৫টি সভার প্রয়োজন হবে।	(১) গঠিত কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা করে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ চূড়ান্ত করবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসিচব (আইন/বিআরটিএ)
	গ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন: যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ সংশোধনীসহ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে ভেটিং প্রদানসহ এস.আর.ও জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	এস.আর.ও জারির বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) যুগ্মসচিব, ডিটিসিএ/
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান- (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যার কাজ চলমান আছে। সমন্বয় সভার নির্দেশনা ও পূর্বের ন্যায় মহাসড়কসহ সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। চলমান বর্ষা	(ক) (১) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	মৌসুমে চারা রোপন এবং মহাসড়কের পার্শ্বে যে সকল জায়গায় গাছ মারা গিয়েছে সে সব স্থানে গাছ রোপন করে গ্যাপ ফিলিং করার কাজ চলমান। সভাপতি অবহিত করেন জাতীয় স্মৃতিসৌধে ভিআইপি ও বিদেশি মেহমান চলাচল করায় উক্ত মহাসড়কের পার্শ্বে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছের পরিচর্যা ও গাছ রোপন এবং মহাসড়কের Road মার্কিং এর বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলোতে বিশেষ নজর দিতে হবে।	পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) চলমান বর্ষা মৌসুমে চারা রোপন এবং মহাসড়কের পার্শ্বে যে সকল জায়গায় গাছ মারা গিয়েছে সে সব স্থানে গাছ রোপন গ্যাপ ফিলিং করতে হবে। (ক) (৩) জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের পার্শ্বে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছের পরিচর্যা ও গাছ রোপন এবং সড়কের Road মার্কিং এর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) এর ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত প্রদানের জন্য ০৮/০৮/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং জনসাধারণের মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত মতামত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	(খ) (১) বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) এর ওপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও জনসাধারণের মতামত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব /যুগ্মসিচব (টোল ও এক্সেল) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
	(গ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা কাজ কোম্পানীকে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিচর্যার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। সড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিচর্যার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে থোক বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে থোক বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে- (ক) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সড়ক বিভাগসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। পত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার অগ্রগতি জানা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন।	(খ) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কী ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা আগামী সভাকে অবহিত করতে হবে।	
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) গত ৩০/০৭/২০১৯ তারিখ ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে অবস্থিত সওজ অধিদপ্তরের ধউর-মিরপুর শাহআলী মাজার সংযোগ সড়কে (এন-৫০১) বিরুলিয়া ব্রীজ থেকে আশুলিয়া মোড় পর্যন্ত সড়কের উপর এসে পড়া ৭(সাত) টি বালির গদি অপসারণ ও ১০ (দশ)টি টিনের অবৈধ অফিস ঘর এবং রাস্তার পাশে ৭০ (সত্তর)টি অবৈধ দোকানপাট ও টং ঘর উচ্ছেদ করা হয়। এতে ১ একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত হয়েছে যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা।	(ক) (১) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	সওজ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে ময়মনসিংহ ও সিলেট জোনের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানকৃত এলাকায় উচ্ছেদ/অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত "ডেপুটি কমিশনার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট"এর ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য ১৮.০৮.২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(খ) (২) "ডেপুটি কমিশনার এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট"এর ক্ষমতা অর্পণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঢাকা জোন:		
	(১) (ক) ২২/০৭/২০১৯ তারিখে মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-টুলিভিটা (নবীনগর) আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৩১৫) এর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত সওজ মালিকানাধীন ভূমি হতে ৫৭০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ প্রায় ২.৭৭ একর, যার বর্তমান বাজার মূল্য ১৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকার কম/বেশী।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	(১) (খ) ২৪/০৭/২০১৯ তারিখে মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর (চন্দ্রা) জাতীয় মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটারে দক্ষিণ পানিশাইল মৌজাস্থিত সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ৪৫৭টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ২৪.০০ একর, যার বর্তমান বাজার মূল্য ১২৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার কম/বেশী।		
	(১) (গ) ৩১/০৭/২০১৯ইং তারিখে পাবনা সড়ক বিভাগের কাশিনাথপুর মোড়ে অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে ৩৫৭টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ১২.২০ একর, যার বর্তমান বাজার মূল্য ৭ কোট ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকার কম/বেশী।		
	(২) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা ঢাকা জোন জানান, সওজ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভূমি সার্ভের ওপর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সওজ এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিষয়বস্তু প্রধান প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (সম্পত্তি) জানান, ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর সওজ এর সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের ইতোপূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার ও বর্তমানের প্রস্তুতকৃত ক্যালেন্ডার পর্যালোচনা করে সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র একটি প্রতিবেদন দাখিল করার বিষয়ে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)-কে বিষয়টি সমন্বয়ের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(২) (ক) ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও বর্তমানের প্রস্তুতকৃত বিষয়বস্তু যুগ্মসচিব (সম্পত্তি) এর তত্ত্বাবধায়নে পর্যালোচনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	খুলনা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরের খুলনা জোনে একজন এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য ১৮/০৭/২০১৯ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক বিভাগ হতে উচ্ছেদের চাহিদাপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। শিঘ্রই উচ্ছেদ অভিযান পরিচানা করা হবে।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী সওজ অধিদপ্তরে জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। জুলাই ২০১৯ মাসে ২০৭১টি মামলা দায়ের করে ৪৭,২১,৪০০/- (সাতচল্লিশ লক্ষ একুশ হাজার চারশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ২৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ৩৮টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) মলিক পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ নিয়ম মেনে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি মনিটর করা হচ্ছে।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) (১) যথাযথ নিয়ম মেনে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। (খ) (২) সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান। জুলাই ২০১৯ মাসে কক্সবাজার ও নোয়াখালী সড়ক বিভাগ হতে ৩২০টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপনবোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। এছাড়া, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন, জানান, মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মাওনা-ফুলবাড়ীয়া-কালিয়াকৈর-ধামরাই-টুলিভিটা (নবীনগর) আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং নবীনগর-ডিইপিজেড-কালিয়াকৈর (চন্দ্রা) জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্ব হতে ৪০টি অবৈধ বিলবোর্ড অপসারণ করা হয়েছে।	(ক) সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১০.	<u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:</u> অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ১৬/০৭/২০১৯ তারিখে কনডেমনেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ ও সংগ্রহণ সার্কেল, ঢাকাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সহকারী সচিব (প্রশাসন) জানান, সওজ অধিদপ্তর হতে কনডেমনেশন কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সওজ অধিদপ্তর হতে একটি প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	(ক) (১) মেরামত অযোগ্য ৫৫টি গাড়ির বিষয়ে কনডেমেনশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ক) (২) সওজ অধিদপ্তর হতে কনডেমনেশন কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য প্রেরিত প্রস্তাবের ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(খ) টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি ৫/০৮/২০১৯ তারিখে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	(খ) Recast DPP দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করা হয়েছে। ৪৪টি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলীর বরাবরে বরাদ্দের চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত জায়গা নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	(গ) (১) শেড নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক্কলন অনুযায়ী সড়ক বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ দিতে হবে। (গ) (২) গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন সমাপ্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১১.	**৯৯৯ নম্বর সংবলিত স্টীকার গণপরিবহনে প্রদর্শন:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যাত্রীদের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে যাত্রী হয়রানি, ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য হট লাইন নম্বর ৯৯৯ সংবলিত স্টীকার ইতোমধ্যে বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে বিআরটিসি'র বাসের অভ্যন্তরে লাগানো হয়েছে। আমদানিতব্য গাড়ি সংগ্রহপূর্বক বিআরটিসি'র বহরে যুক্ত হওয়ার পর নতুন গাড়িতে ৯৯৯ নম্বর স্টীকার পর্যায়ক্রমে লাগানো হচ্ছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো নিশ্চিত করতে গাড়ীর মালিকগণকে অবহিত করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভাপতি অবহিত করেন যাত্রীদের সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে বিআরটিসি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন গাড়ীর অভ্যন্তরে যাত্রীদের দৃষ্টি পড়ে এমন জায়গায় ড্রাইভারের ছবি, নাম, মোবাইল নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর ঝুলিয়ে রাখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসিকে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হবে। ফিসনেস প্রদান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় বিষয়গুলো দেখার জন্যও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) যাত্রী পরিবহনে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানো অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর সংবলিত স্টীকার লাগানোর পাশাপাশি গাড়ীর অভ্যন্তরে যাত্রীদের দৃষ্টি পড়ে এমন স্থানে ড্রাইভারের ছবি, নাম, মোবাইল নম্বর ও গাড়ীর রেজিঃ নম্বর ঝুলিয়ে রাখার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (৩) ফিটনেস প্রদান ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় বিষয়গুলো ভাল করে খেয়াল করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ/ বিআরটিসি সংস্থাপন)
১২.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, TO & E-তে অন্তর্ভুক্তপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	TO & E-তে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক ১১টি ড্রাইভারের পদ সৃজনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	খ. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিত করণ: যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ) জানান, আদালতের রায় অনুযায়ী ১২ জন কর্মচারি নিয়মিতকরণের বিষয়ে ইতোমধ্যে ৪ জন কর্মচারিকে নিয়মিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮ জন কর্মচারির নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। বিবেচনার জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে ৮ জন কর্মচারির নিয়মিতকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	গ. Competancy Test বোর্ডের জন্য কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান প্রসংগে: সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, আগামী অর্থবছরের জন্য ড্রাইভিং টেষ্ট বোর্ডের সদস্যদের	বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য অর্থ বিভাগের	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সম্মানীর প্রস্তাব অর্থ বিভাগ হতে জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে বিআরটিএ হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাজেট অধিশাখায় প্রেরণ করা হলে এ বিভাগের বাজেট অধিশাখা হতে ২৩/০৫/২০১৯ তারিখে অর্থ বরাদ্দে জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব এর সাথে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (বিআরটিএ) যোগাযোগ হয়েছে। বরাদ্দ প্রাপ্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)
৩.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA): উপসচিব (বাজেট) জানান-২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ'র মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে।	২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (বাজেট)
	(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯: উপসচিব (এমআরটি অধিশাখা) জানান, সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত স্ব-মূল্যায়নকৃত NIS ২০১৮-১৯ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ পাওয়ার পর ৩০/০৭/২০১৯ তারিখে এ বিভাগ হতে পর্যালোচনাপূর্বক ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। সংস্থাসমূহের ২০১৮-১৯ এর NIS কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়ন প্রদত্ত নম্বর নিম্নরূপ (শতকরা অর্জনের উর্ধ্বক্রমানুসারে):		সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা

ক্রম	সংস্থার নাম	গৃহীত কার্যক্রমসমূহের সূচকের মোট নম্বর	বাস্তবায়িত কার্যক্রমের স্ব-মূল্যায়িত মোট নম্বর	এ বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নে প্রদত্ত মোট নম্বর	অর্জন (শতকরা হারে)
১	ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড	৮৬	৮৬	৮৬	১০০%
২	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	১০০	৯৯.৭৫	৯৯.৭৫	৯৯.৭৫%
৩	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১০০	৯৯.৬০	৯৭.৫০	৯৭.৫০%
৪	ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ	৯৫	৯১	৮৫.৫০	৯০%
৫	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন	১০০	৯৬	৮০.০১	৮০.০১%

তিনি আরো জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের NIS কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর ১ম প্রান্তিকে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান। NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়নে এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কাম্য।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

	(গ) Grivance Redress System - GRS : ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, জুলাই ২০১৯ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১১টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে এবং ১১টি অভিযোগই নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	(১) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	(ঘ) Integrated Budget Accounting System (iBAS-2) : উপসচিব (বাজেট) জানান, আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসহ এ বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) iBAS+ এ এন্ট্রি কার্যক্রম চলমান আছে। উপসচিব (বাজেট) এন্ট্রি কার্যক্রম সমন্বয় করছেন।	iBAS -2 সিস্টেম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট (পরিচালন ও উন্নয়ন) iBAS+ এ এন্ট্রি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বাজেট) ও সকল সংস্থা প্রধান/ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঙ) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (অডিট) জানান, ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (অডিট)
	(চ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, জুলাই'১৯ মাসে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৫৩২টি নথি ও ৪৭৫টি পত্রজারি, সওজ অধিদপ্তর ১৫৯টি নথি ও ১৮৮টি পত্রজারি, বিআরটিএ ১২৭টি নথি ও ১৩২টি পত্রজারি, বিআরটিসি ১৭৪টি নথি ও ২২টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ১টি নথি ও ৬টি পত্রজারির মাধ্যমে ই-ফাইল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(ছ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) জানান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সুনীল অর্থনীতি: প্রেক্ষিত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক শীর্ষক ২৭/০৬/২০১৯ তারিখের অবহিতকরণ সভা অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি। শিঘ্রই সভার নতুন তারিখ নির্ধারণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	সুনীল অর্থনীতি: প্রেক্ষিত মহাসড়ক নেটওয়ার্ক শীর্ষক অবহিতকরণ সভার তারিখ দ্রুত নির্ধারণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ, সিনিয়র সহকারী প্রধান/ বেগম ইসমত আরা, চীপ ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট
৪.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ডিসিএল বাবদ ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৭,১৪,০০,০০০/- (সাত কোটি চৌদ্দ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। জুলাই'২০১৯ মাসে ৫,০০০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ডিএসএল পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও জানান, র‍্যাপিড পাস ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে বিভিন্ন অপারেটরদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। Rapid Pass কার্ড চালুর শুরুতে আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে বিআরটিসির ১৬টি বাসে র‍্যাপিড পাস কার্ড সিস্টেম চালু করা হয়। বর্তমানে এ রুটে কোনো র‍্যাপিড পাস নেই। বিআরটি কর্তৃক কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় দিনে দিনে Rapid Pass সিস্টেমের এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান Rapid Pass সিস্টেমে দূরত্বের সাথে ভাড়া কর্তনে প্রযুক্তিগত জটিলতা থাকায় দিন দিন সাধারণ মানুষ Rapid Pass সিস্টেম ব্যবহারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধান না হলে Rapid Pass ব্যবহার জনপ্রিয় করা সম্ভবপর হবে না। প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য বিআরটিসি, ডিটিসিএ ও মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। (২) ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত এবং একটা যৌক্তিক ভাড়া নির্ধারণ এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে WiFi স্থাপন এবং বিআরটিএ'র মতামতের আলোকে বিআরটিএ'র এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) (ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) Rapid Pass কার্ড ব্যবহারে প্রযুক্তিগত জটিলতা সমাধানের জন্য বিআরটিসি, ডিটিসিএ মন্ত্রণালয় হতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) (ক) সপ্তাহের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে (২) (খ) বিআরটিএ'র মতামতের আলোকে বিআরটিসি'র এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	গ. ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভবন নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। সাব-স্ট্রাকচারের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সুপার স্ট্রাকচারের ৩য় তলায় Floor Slab এর Shuttering এর কাজ চলমান। বেইজমেন্টের প্লাস্টার এর কাজ চলমান। ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৩২.৫৪%। সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।	ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টরদের নিকট হতে বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদেরকে চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে।	বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	ঙ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও পত্রের গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কাযক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	জ. মহাসড়কে যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপন সংক্রান্ত: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত মহাসড়কে ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের জন্য বনানী-এয়ারপোর্ট সড়ক, ঢাকা - আরিচা মহাসড়কে পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসহ ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত অন্যান্য মহাসড়কে পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকার পাশাপাশি ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কে গতিনির্দেশক নির্দেশিকা স্থাপনের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পরামর্শ প্রদান করেন।	ঢাকায় প্রবেশ/নির্গমনে ব্যবহৃত সকল মহাসড়ক ধীরগতি ও দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের পৃথক লেন সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কে গতিনির্দেশক নির্দেশিকা স্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	ঝ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ১১/০৪/২০১৯ তারিখে রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পুনরায় পত্র প্রেরণ কার্যক্রম চলমান আছে।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউককে পুনরায় পত্র দিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ঞ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে। আগামী সভায় রোড ইনডেক্স উপস্থাপনের জন্য এ বিভাগের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট ও সওজ এর সিস্টেম এনালিস্টকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ট. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: (১) শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯ টি পদের মধ্যে ৬৭টি শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ২০টি, ২য় শ্রেণির ২২টি, ৩য় শ্রেণির ১৫টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি শূন্যপদ রয়েছে। শূন্যপদগুলো পূরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২ টি পদের মধ্যে ১৩৭টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরীভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য গত ৩০/০৮/২০১৯ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন নিয়োগের লক্ষ্যে গত ০১/০৪/২০১৯ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাক ও দি ডেইলী স্টার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৭ম,ও ৯ম গ্রেডের বিভিন্ন পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ০২/০৮/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ম থেকে ১৭তম গ্রেডের কর্মচারিদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টকে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া, ডিটিসিএ'র রাজস্ব খাতে আউটসোসিং এর মাধ্যমে ১১টি গাড়ীচালক, ১টি ডেসপাস রাইডার এবং ১টি চেইনম্যান নিয়োগের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। ২০টি অফিস সহায়ক পদের সম্মতি প্রদান অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন। ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৯ অনুমোদনের পর অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **বিআরটিসি:** ২৭১৫টি শূন্যপদের মধ্যে ১৬তম গ্রেডের ৪১৩ জন অপারেটর (চালক) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে ১৮১ জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচনকরতঃ ওরিয়েন্টশন কোর্সের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, গাজীপুর-এ প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪২ জন চালক ও ওরিয়েন্টশন কোর্স সফলভাবে সমাপ্ত করে কর্পোরেশনে যোগদান করেছেন। তাছাড়া ৩০২ জন চালক নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।	(১) শূন্যপদ পুরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অপরদিকে হিসাব সহকারী পদে ২১ জন নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট শূন্য পদগুলো বিআরটিসি'র আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। বিআরটিএ: ৮২৩ টি পদের মধ্যে ১১৭টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ৪র্থ শ্রেণীর ২০টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির ১৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ২য় শ্রেণির ১৮টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসির সুপারিশ পর্যায়ে রয়েছে। ১ম শ্রেণির ৪টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসি থেকে সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে। অন্যান্য পদগুলো সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **সওজ অধিদপ্ত:** ৪৩৬৮টি শূন্য পদের মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী (ক্যাডার) এর ৬৩ পদ বিসিএসের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য ১ম শ্রেণির শূন্যপদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ২য় শ্রেণির উপসহকারী প্রকৌশলীর ১৪৫টি শূন্য পদের মধ্যে ৮২টি শূন্য পদ পূরণে চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ওয়ার্কচার্জড সংস্থাপনে কর্মরত কর্মচারিদের চাকুরী সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান থাকায় ৩৮০৬টি শূন্য পদে বর্তমানে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে আদালতে চলমান মামলার রায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের পর অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ৩৮০৬টি শূন্য পদের অন্তর্ভুক্ত সিকিউরিটি অফিসার ও সিকিউরিটি গার্ড পদ মামলা বহির্ভূত হওয়ায় সিকিরিউটি অফিসার এর ১টি ও সিকিউরিটি গার্ড এর ৬৪টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে।		
	ঠ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তদসময়ে এ বিভাগের প্রশাসন শাখা হতে সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনের জন্য সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা হতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছে। নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ:		
	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ), জানান সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত) নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে আহবায়ক করে ১২ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে ১টি সভা করেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে।	দূর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমিালা প্রণয়ন করার কার্যক্রম গহ্রণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলে আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ফেরি ও সেতুসমূহে বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্সে রোগী বহনের ক্ষেত্রে টোল মওকুফ এর বিষয়ে গেজেট প্রকাশের প্রস্তাব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত প্রস্তাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্দির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব একনেকে অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব একনেকে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন প্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্রগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	(ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বাস্তবায়ন অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, নিয়মিত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	(খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে।	
	<u>বিআরটিএ:</u> **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে আগামী ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেরারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, রাইড শেয়ারি সার্ভেস নীতিমালা-২০১৭ এর অনুচ্ছেদ-৬ অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যুর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদনকৃত রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের রাইডশেয়ারিং সার্ভিসের নির্ধারিত ভাড়ার হার এর ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে বিআরটিএ'-কে গত ২৫/০৭/২০১৯ তারিখের পত্রে জানানো হয়েছে।	রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান নিয়ম অনুযায়ী সার্টিফেকেট ইস্যু এবং ভাড়ার ক্ষেত্রে যাত্রী হয়রানি না করার বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর অধীনে খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০১৯ বিআরটিএ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আইন অধিশাখা হতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	কমিটি কর্তৃক যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	<u>ডিটিসিএ</u> **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ঢাকা মহানগরীসহ ডিটিসিএভুক্ত এলাকার যানজট নিরসনে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ডিটিসিএ ১৬/০৬/২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত কমিটির সভা আহ্বান করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** পরিচালক (ডিটিএস) জানান, ২০১২ সনের ৮নং আইন এর মাধ্যমে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। উক্ত আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী ২৫/০২/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে প্রজ্ঞাপনমূলে সর্বশেষ ৩১ সদস্য বিশিষ্ট ডিটিসিএ পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ এর ধারা ৭ অনুযায়ী এর পরিচালনা পরিষদ মোট ৩০ জন সদস্য রয়েছে। কো-অপ্ট করার বিধান দেখা যায় না। উল্লেখ্য, ডিটিসিএ আইন সংশোধনের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। ডিটিসিএ আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ পরিচালনা পরিষদের অনুষ্ঠিত সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী সানুগ্রহ বিবেচনার জন্য ২৫/০৭/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বিভাগ-কে অবহিতপূর্বক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	ডিটিসিএ আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৬/০৮/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব